গুজরাট

রাণা মুখোপাধ্যায়

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল রসিদ। উথাল-পাথাল হাওয়ায় তাঁবুর বিছানার উপর ফরফর করে উড়ছে মির্জাগালিবের দিবান। এই একটা বই সবসময় তার কাছে থাকে। হাতে নিভে যাওয়া সিগারেট। উশকো খুশকো চুলে চারপাশে রক্তে লাল হওয়া ব্যান্ডেজ। আজ কোনো উর্দু বয়েত মনে পড়ছে না। কবিতার একটা শব্দও লিখতে পারেনি সে। কবিতার কথা ভাবতেই বুকটা হু হু করে ওঠে। আম্মিজানের প্রাণ কাঁপানো চিৎকার। ঠিক রেল স্টেশনের ঘটনার দিন। টিভিতে দেখেছিল রসিদ। ট্রেনের কামরার ভিতর দাউ দাউ আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল জ্যান্ত মানুষগুলোকে। পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মানুষের পাশে লুটিয়ে কাঁদছিল আত্মীয় স্বজনেরা। বুক চাপড়ে দোষারোপ করছিল আকাশকে। মাহাতোকাকা বলেছিল, ' বেটা-এও বাস্তব। কি আর করবি ওপর ওয়ালাকে ডাক। এভাবে মানুষকে পুড়িয়ে মারা যায়। ঠিক পরের দিনই নিজের মায়ের ধর্ষিতা হওয়ার দৃশ্যের যে একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী-। গা ছমছমে পরিবেশের মধ্যে মায়ের আর্তচিৎকার আকাশের দিকে দুহাত তুলে। চাচীজানের পেট থেকে তলোয়ারের কোপে বেরিয়ে বিরাট বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপলক রসিদ দেখেছিল এই শীতল হত্যাকান্ড। বাড়ির পনেরোজনকে উর্দিপরা পুলিশ পিঠে বন্দুকের শীতল নল ঠেকিয়ে ঢুকিয়েছিল একটি বন্ধ ঘরে। তারই ভোটে নির্বাচিত সরকারের পুলিশ তারা। মানুষের রক্ষক। তারপর জলের পাইপ চালিয়ে দিয়েছিল তারা। সেই জলভরা ঘরে ফেলা হয়েছিল হাই টেনশন লাইনের তার। বিদ্যুৎপৃষ্ট তার বাড়ির লোকের আর্তনাদে মুখর হয়েছিল গোটা এলাকা। দাদিমার চিৎকার এখনও কানে বাজে তার। পুলিশের জীপে করে আনা পেট্রোলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তাদের বাড়ি। যেন ট্রেন পোড়ানো আগুন গ্রাস করেছিল তাদের সাত পুষের ভিটে। সে দেখেছে সামনে এগোতে পারেনি। পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। এগোলে সেও হয়ত মরত। চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য। মাটির উপর লুটিয়ে পড়তে চায় মাথা। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা। ঘামে ভেজা পেশীবহুল শরীর। কপালে সিঁদুরের টিপ। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের সামনে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করতে করতে নাচছিল গেয়া পাগড়িপরা শরীরগুলো। তীব্র উল্লাস, যেন জয়ের উন্মাদনা। তাদের লাঠির আঘাতে ভেঙে পড়েছিল সাংবাদিকের ক্যামেরা। মাথা ফেটেছিল প্রখ্যাত সমাজসেবিকার। তাদের চিনতে পারেনি রসিদ। তাদের শান্ত মহল্লায় তারা এসেছিল কোথা থেকে? কারা তাদের ডেকে এনেছিল? কখনও এরকম ঘটনা সে দেখেনি তার বাইশ বছরের জীবনে। পাড়ার মাহাতো কাকা আর সিং সাহেবকে কারা রাতারাতি উধাও করে দিয়েছিল। ঘটনার পরে গিয়ে তাদের তালাবন্ধ ঘর দেখেছিল যে। শুধু মধু গয়লানী বুড়ি পালাতে পারেনি। তার পা পঙ্গু যে। সে শুধু বলেছিল, 'ঘুনি-পালিয়ে যা বেটা এলাকা শয়তান দখল করে নিয়েছে।' একটা বুটের ঘায়ে সে লুটিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। কেউ দয়াপরবশ হয়ে রিলীফক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর ভাবতে পারছে না রসিদ। হঠাৎ পিঠে কার স্পর্শ। হালিম মিঞা। - 'কি ভাবছিস বেটা?' - হালিম মিঞার হাত রসিদের পিঠে। 'কি ভাববো?' চোখ তুলে তাকালো রসিদ। হালিমের সারা গায়ে আতরের গন্ধ। মাথায় ফেজ । গলায় মুক্তোর মালা। যেন কোনো মজলিশী পোষাক। ধর্মগুর দায়িত্বে অঙ্গীকারবদ্ধ।

'কি ভাববি- আমাকে বলে দিতে হবে - ভুলে গেলি তোর আম্মীজান.....'

'ওঃ দয়া করে চুপ করো- আমি ভাবতে পারছিনা'।

রসিদ দুহাতে মুখ ঢাকল। আবার ঘটনাগুলো ফ্ল্যাসব্যাকে চলে এল। রসিদের মনে হল, এবার সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

' বেটা বদলা নিতে হবে না? হাতে সময় বেশী নেই'। মাথার ওপর হালিম মিঞার গরম নিশ্বাস। স্বজনহারানো ব্যথায় মুচড়ে যেতে যেতে রসিদ হালিমের দিকে তাকালো। হালিমের চোখে যেন সহানুভূতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। 'বেটা -ও কলম দিয়ে কিচ্ছু হবে না। বন্দুক ধরতে হবে। পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়া। ভুলে যাসনি তোর ধমনীতে মুসলমানের রক্ত বইছে। এখন কুরবানি দিতে হবে' - রদিস অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। হালিম মিঞা যন মসিহা, মায়েস্ত্রো- সে বলে চলে-' পৃথিবীতে দুটোই সম্প্রদায়- মুসলমান আর কাফের', পয়গম্বর রশুল কি কখনও এমন কথা বলতে পারে, সেতো কখনও কোরান পড়েনি। - 'আমাকে কি করতে হবে'- রসিদ চেয়ে থাকে হালিমের দিকে। ওষুধ ধরেছে, হালিম ভাবল। 'সন্ধ্যাবেলায় আমি আবার আসব'- হালিম মিঞা চার ফেলে বিদায় নিল।

সারা দুপুর ক্যাম্পের বিছানার ওপর এপাশ ওপাশ করেছে রসিদ, চোখের দুপাতা এক করতে পারেনি। রোদ পড়লে উত্তপ্ত ক্যাম্পের বিছানার উপর থেকে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল রসিদ। সূর্য ডুবছে দূরে-অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায়। সারা পৃথিবীতে নেমে আসবে কালো অন্ধকার মানেই আগুন-দাউ দাউ দাবদাহ পুড়ে যাচ্ছে বাড়ি। হাওয়ায় যেন মানুষ পোড়া গন্ধ। দূরে আলোকিত শহর এখানে প্রায়ান্ধকার রিলীফ ক্যাম্প।

' বেটা?' - আতরে ঝাঁজালো গন্ধ পেল রসীদ। ঝলমলে পোষাকে হালিম মিঞা। দুআঙুলের ফাঁকে ধোঁয়া ওঠা লম্বা সিগারেট। রসিদ চুপ করে থাকে।

'চ বেটা- আমি তোকে নিয়ে যাব। এই রিলীফ ক্যাম্পে পড়ে থেকে কি হবে?'

' কোথায়?'- রদিস ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

'ভুলে গেলি তোর খানদানের খুন- তোর আববা- তোর আম্মীজান। ওদের রক্তের দাম নেই।'

'জর আছে'- গর্জে ওঠে রসিদ। আগুনে মানুষ পোড়ার গন্ধ পায়। ঘাতকদের উন্মাদ উল্লাস, মনে পড়ে, সেই স্বজন হারানো জমিতে যেখানে শিশু থেকে পূর্ণবয়স্ক হয়েছে। এ মাটির ওপর সেও সমান দাবীদার। দাঙ্গাবাজদের দিনতো শেষ হবেই। পুড়িয়েতো আর মানুষকে শেষ করা যায় না। মানুষইতো শেষ কথা বলে, বলবে। দাঙ্গাবাজদের জায়গায় মরে গেলেও নিজেকে ভাবতে পারে না রসিদ। কিন্তু হালিম মিঞার গরম নিশ্বাস কাঁধের ওপর।

'চল বেটা- এখনই যাবার সুবিধা'-

‘নেহি’- রসিদের দৃঢ় উচ্চারণে চমকে যায় হালিম মিঞা, চিৎকার করে ওঠে।
‘কি করবি তুই বল, কেয়া করোগে’- শিকার যাতে ফস্কে না যায়- হালিম মিঞা মরিয়া। তার শরীরে এক অসামাজিক উত্তেজনা। হালিম মিঞার চোখে চোখ রেখে রসিদ স্থির দৃঢ়তায় উচ্চারণ করে, ‘আমি কবিতা লিখব। উর্দু বয়েত’- । একেবারে হৃদয়ের নিভৃত বিশ্বাস থেকে নির্গত। হালিম মিঞা অবাক হয়ে যায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com